বাকৃবিতে জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

বাকৃবি প্রতিনিধি

সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড-২০২৬ উপলক্ষে ময়মনসিংহ আঞ্চলিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৮টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আঞ্চলিক উৎসবের উদ্বোধন করেন ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল হক।

জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. সবিবুল হক জানান, সকাল ১০টায় অলিম্পিয়াড পরীক্ষা বাকৃবির কৃষি অনুষদের ৭টি কক্ষে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের

জীববিজ্ঞান উৎসবে ৩ ক্যাটাগরিতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ) প্রায় সাড়ে ৪৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এর মধ্যে জুনিয়র ক্যাটাগরিতে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি, সেকেন্ডারিতে নবম-দশম শ্রেণি ও হায়ার সেকেন্ডারিতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। তিনটি ক্যাটাগরির প্রতিটিতে সর্বোচ্চ নাম্বারপ্রাপ্ত ২০ শতাংশ প্রতিযোগী জাতীয় উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক ড. কাজী ফরহাদ কাদির, ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. খ. ম. গোলাম সারওয়ার, অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুর রহমান প্রামাণিক, সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. সোনিয়া সেহেলী প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল হক বলেন, ‘আমাদের জীবনের সাথে যে রহস্যগুলো জড়িয়ে আছে সেটি উদঘাটন সম্ভব জীববিজ্ঞানের জ্ঞানের মাধ্যমে। স্কুল-কলেজেরর শিক্ষার্থীদের জীববিজ্ঞানের হাতেখড়ি হয়েছে হয়ত একটি পাতা, গাছের মূল বা ফুল দিয়ে। তবে জীববিজ্ঞান আরো অনেক দূর পৌঁছে গেছে। বাহ্যিক বস্তুর পাশাপাশি যা খালি চোখে দেখা অসম্ভব সেখানেও বিস্তর প্রভাব জীববিজ্ঞানের।

জীবের অভ্যন্তরীণ একটি অতিক্ষুদ্র অংশ হলো ডিএনএ বা জিনোম যেটিকে জীবনের মূল বলা হয়। জীববিজ্ঞানের কল্যাণে আজ সে ক্ষুদ্র অংশেও পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।’

তিনি আরো বলেন, ‘বায়োটেকনোলজি, বায়োইনফরমেটিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মতো বিষয়গুলোর মাধ্যমে জিনের সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসা হচ্ছে। ফসলের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বৈশ্বিক জলবায়ুগত পরিবর্তনের প্রভাবকে মোকাবিলা করতে পারে, এমন সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেই গবেষণাগুলো পরিচালিত হচ্ছে।

আশা করছি আজকের এই শিক্ষার্থীরা আগামীতে জীববিজ্ঞানের গবেষণাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আয়োজনে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যাবহারিক বিষয়াবলি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে দুপুরে জাতীয় পর্যায়ের জন্য বাছাই হওয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মেডেল, সনদপত্র ও টি-শার্ট প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, এ বছর ৩৭তম জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের আন্তর্জাতিক চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা লিথুয়ানিয়ার ভিলনিয়াসে অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ থেকে মোট চারজন প্রতিযোগী এ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আর তাদের বাছাই করার উদ্দেশে বাংলাদেশের মোট ১১টি অঞ্চলে প্রতিযোগিতা আয়োজিত হচ্ছে। আঞ্চলিক, জাতীয় এবং এরপর বায়োক্যাম্প করার মাধ্যমে চারজন প্রতিযোগী চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত হবে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিজয়ীরা বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) জাতীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন।